যুগান্তর

তারিখ 23 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

একেএম শাহনাওয়াজ

এনএসইউ সংকট এবং অসম্পূর্ণ ইতিহাস পাঠের বাধ্যবাধকতা

গত সপ্তাহের লেখাটিতে মাদ্রাসা, ইংরেজি মাধ্যম স্কুল ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। এতে অনেক পাঠক-প্রতিক্রিয়া এসেছিল। অনেক ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষক নিজেদের ভাবনা এবং উপলব্ধির সঙ্গে মিল পেয়েছিলেন বলে মন্তব্য করেছেন। সম্প্রতি জঙ্গিবাদী সন্ত্রাসী হামলায় নানাভাবে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সময়ের ছাত্র এবং দু-একজন শিক্ষকের নাম চলে আসায় আমাদের দেশের কোনো কোনো রাজনীতিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ঢালাওভাবে পুরো প্রতিষ্ঠানটিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে প্রথম সারির একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেজ সংকটের কারণ ঘটিয়েছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান প্রায় ২০-২২ হাজার মেধাবী এবং হাজার হাজার সাবেক শিক্ষার্থীকে চরম হতাশায় নিমজ্জিত করেছেন। জঙ্গি সন্ত্রাসের সঙ্গে ইংরেজি মাধ্যম স্কুল ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কোনো শিক্ষার্থীর নাম চলে আসার সূত্রে আমি আমার গত সপ্তাহের লেখায় এসব প্রতিষ্ঠানের চলমান কারিকুলাম নিয়ে পর্যবেক্ষণ রাখার চেষ্টা করেছি। একটি কথা অনেকেই বলার চেষ্টা করেছেন যে, এসব প্রতিষ্ঠানের অপূর্ণ সিলেবাস ও পাঠ ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং সাহিত্য পাঠের সুযোগ পাচ্ছে না শিক্ষার্থীরা। এ কারণে একদিকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুকুমার বৃত্তির বিকাশ ঘটছে না, অন্যদিকে আবহমান বাঙালির ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত না হতে পারায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংস্কৃতিবোধ ও ধর্মচেতনা অস্পষ্ট থেকে যাচ্ছে। যে কারণে অন্ধকারের শক্তি অনেকের মগজ ধোলাই করতে পারছে সহজেই। এসব বিবেচনায় ইউজিসি সম্প্রতি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দুটি কোর্স পাঠদান বাধ্যতামূলক করেছে। এর একটি 'স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস' আর অন্যটি 'বাংলাভাষা'। বোঝা যায়, সাহিত্য পাঠকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার হাত থেকে রক্ষার জন্য 'বাংলাভাষা' এবং বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্য জানানোর জন্য 'স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস' পাঠ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই চিন্তাটি নতুন নয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত সিলেবাসের আদলেই করা হয়েছে। আমাদের আশংকা শুভ চিন্তা করতে গিয়ে ইউজিসি হয়তো একটি অসম্পূর্ণ ইতিহাস পাঠ চাপিয়ে দিতে চাইছে। যে কারণে প্রকৃত লক্ষ্য পূরণ কঠিন হয়ে পড়বে।

নিজের অভিজ্ঞতা ও বিশ্লেষণে যাওয়ার আগে আমি আমার এক বন্ধুর আতংকের কথা দিয়ে শুরু করছি। বন্ধুটি একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। জঙ্গি সংকট সামনে রেখে তারা পাঠক্রম সংস্কারের চিন্তা করছিলেন। আবহমানকালের বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে তারা একটি সিলেবাস প্রণয়নের বিষয় চূড়ান্ত করেন। কিছুদিন আগে পাঠক্রম প্রণয়নের জন্য আমাকে সহযোগিতা করার অনুরোধও জানান। এখন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস বাধ্যতামূলক করায় তিনি হতাশ। তিনি যৌক্তিকভাবেই বললেন, স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও একটি জাতি-রাষ্ট্রের জন্মকথা বিশদভাবে জানার উপযোগিতা আছে। তবে এর আগে প্রাচীনকাল থেকে বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্য জানানোর সুযোগ থাকা প্রয়োজন। আমরা জানি অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মোটেও ইতিহাস-ঐতিহ্য পড়ার সুযোগ নেই। এখানে হাজার বছরের বাঙালির ইতিহাস ও কৃতিত্বগাথার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ না করিয়ে হঠাৎ মাঝপথ থেকে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস জানানো কেন? এতে করে শিক্ষার্থী ইতিহাসের ধারাবাহিকতা পাবে কেমন করে? বন্ধু আমাকে অনুরোধ করলেন, আমি যেহেতু কাগজে লিখি তাই এই বিষয়টির অবতারণা করতে পারি কিনা। এতে যদি ইউজিসি কর্তৃপক্ষ নতুনভাবে ভাবার অবকাশ পায়। তাছাড়া ইউজিসি পরিচালনায় তো বিজ্ঞ শিক্ষকরাই আছেন। তারা নিশ্চয় বাস্তবতা অনুধাবন করতে পারবেন।

এই সত্যটি অনেকের হয়তো জানা নেই, আমাদের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সম্ভবত একমাত্র নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রায় একযুগ আগে থেকে বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য পড়ার সুযোগ সব বিষয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে উন্মুক্ত করেছিল। এর সূচনাকাল থেকে আমার সংশ্লিষ্টতা থাকায় আজ এই সত্যটি প্রকাশ করার দায় বোধ করছি। আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করি। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে সপ্তাহে দু'দিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে এসে এখানে ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ে পাঠদান করি। ফলে ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গেই আমার সম্পর্ক। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রমের সঙ্গে আমার তেমন কোনো যোগাযোগ নেই। ছাত্রছাত্রীদের আনন্দ আর হতাশা আমার চোখে স্পষ্ট হয় বেশি। আজ বুঝে না বুঝে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেজ যেভাবে দায়িত্বশীলদের অনেকে নষ্ট করছে তাতে হাজার হাজার নিরপরাধ ছাত্রছাত্রী আর অভিভাবক মানসিক পীড়নের মধ্যে পড়েছেন। এমন বাস্তবতা সামনে রেখেই আমি এই লেখাটি উপস্থাপনের দায় অনুভব করছি।

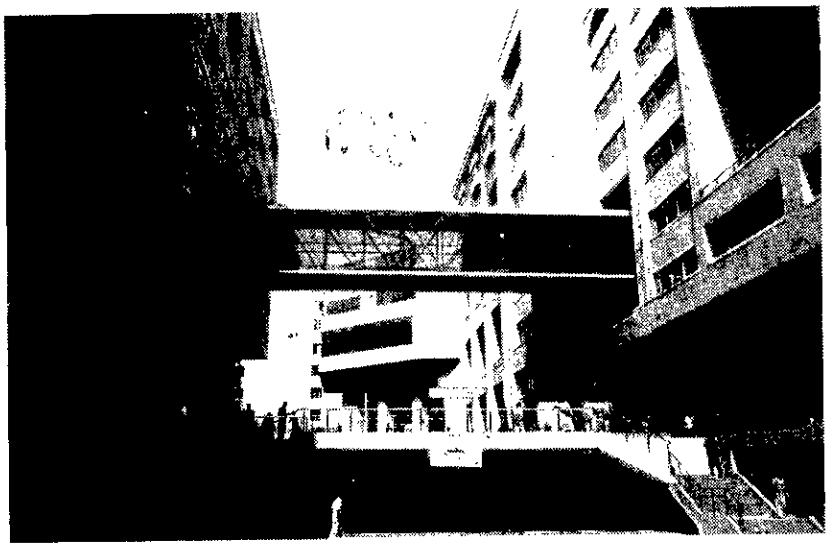

মনে পরে ২০০৫ সালে আমার শিক্ষক অধ্যাপক খালিকুজ্জামান ইলিয়াস স্যার নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাকে ডেকেছিলেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে তখন তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক ও কলা অনুষদের ডিন। স্যার বললেন, এখানে মূল বিষয়ের বাইরে অতিরিক্ত যে বিষয়গুলো পড়তে হয় তার ভেতরে বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ে একটি কোর্স সব বিষয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করতে চাই। স্যারের নির্দেশে আমি Cultural Heritage of Bangladesh নামে একটি সিলেবাস তৈরি করি। এখানে পাথরযুগের বাংলা থেকে শুরু করে প্রাচীন, মধ্যযুগ, ঔপনিবেশিক যুগ, পাকিস্তানি শাসনপর্ব এবং মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত কালপরিসর প্রলম্বিত করি। রাজনৈতিক ইতিহাসকে কম গুরুত্ব দিয়ে সামাজিক-সাংস্কৃতিক, শিল্পকলা, অর্থনীতি ও ধর্মীয় জীবনের ক্রমবিকাশ বিশেষভাবে আলোচনার সুযোগ রাখি। আমাদের চেষ্টা ছিল, এই কোর্সটি পড়ার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা যাতে লাভ করতে পারে। ইতিহাসের ধারাক্রমে বাঙালি কিভাবে একটি অসাম্প্রদায়িক চেতনা লাভ করেছিল তা জানার সুযোগ রয়েছে এই পাঠক্রমের মধ্য দিয়ে। আমাদের দৃষ্টি ছিল এই পাঠের মাধ্যমে যাতে দেশের প্রতি ভালোবাসা তৈরি হয়। কোর্সটি বাধ্যতামূলক না হওয়ায় সবার পড়া নিশ্চিত হয়নি। ইদানীং শুনছিলাম কর্তৃপক্ষ এটি বাধ্যতামূলক করার কথা ভাবছে। শুরু থেকেই বিষয়টি দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে পড়ে। একটি সেকশন দিয়ে শুরু করলেও এখন এ কোর্সের জন্য ১৩টি সেকশন খুলতে হয়েছে। শিক্ষক সংকট না থাকলে শিক্ষার্থীদের আগ্রহের কারণে আরও অনেকগুলো সেকশন খোলা যেত। প্রতি সেকশনে সর্বোচ্চ ৩৫ জন শিক্ষার্থী থাকার কথা থাকলেও শিক্ষার্থীদের অনুরোধে ৪০-এর কম শিক্ষার্থী কোনো সেকশনেই নেই।

গত দেড় বছর আগে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে History and Philosophy নামে একটি পূর্ণাঙ্গ বিভাগ খোলা হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এনএসইউই সম্ভবত ইতিহাস পড়ার বিস্তৃত সুযোগ তৈরি করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক খ্যাতিমান ইতিহাসবিদ ড. শরীফ উদ্দিন আহমদ সভাপতি হিসেবে এই বিভাগ পরিচালনা করছেন। এই বিভাগের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ভারতবর্ষের ইতিহাস, বিশ্ব ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস পড়ানো হচ্ছে। সম্প্রতি ইতিহাস বিষয়ে মাস্টার্স পড়ানোর প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা যখন প্রশ্ন করেন, স্যার আমরা ২০-২২ হাজার ছাত্রছাত্রী এখানে পড়ছি। এদের ভেতর থেকে ৮-১০ জন যদি কখনও এনএসইউ'র ছাত্র হওয়ার পর ক্যাম্পাসের বাইরে গিয়ে সন্ত্রাসীর খাতায় নাম লেখায়, সেক্ষেত্রে ঢালাওভাবে আমাদের প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করা হবে কেন? তখন জবাব থাকে না। কোনো শিক্ষক বা কর্মকর্তা জঙ্গিবাদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছেন কিনা তা দেখবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আর আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী। ব্লগার রাজীব হত্যার পর প্রথম নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের সংশ্লিষ্টতার কথা জানা যায়। শোনা যায়, এখানে হিজবুত তাহরিরের অপতৎপরতা রয়েছে। তখনই তো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর এসবের শেকড় উৎপাটন করার কথা ছিল। কিন্তু সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো ব্যর্থ হয়েছে। পুলিশের তালিকায় অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ভেতর জঙ্গি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। নিশ্চয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতর এরা জঙ্গি প্রচারণা চালায় না। এরা নিখোঁজ হয় এবং পরে কোনো এক গোপন আস্তানায় দীক্ষা নেয়। তাহলে কোনো বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ঢালাওভাবে দায়ী করে কলংকিত করা হচ্ছে কেন? একজন দায়িত্ববান মন্ত্রী যখন রাজনৈতিক বক্তৃতার মতো করে মিডিয়ার সামনে বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে খুনি বানানো হয়, তখন অসংখ্য নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী আহত হন— অপমানিত হন। এর ভয়ংকর প্রতিফল ভোগ করতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। সেদিন এক ছাত্র জানাল, এনএসইউ-এর সাবেক এক ছাত্রী দু'বছর হয় একটি জাপানি কোম্পানিতে চাকরি করছে। এখন বিশ্ববিদ্যালয়টিতে কলংক তিলক পরানোর কারণে এনএসইউর ছাত্রী বিধায় ওকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। শেষ সেমিস্টারে পড়াশোনা করা আরেক ছাত্র জানাল, এক বিদেশী সংস্থায় ওর চাকরির ইন্টারভিউ ছিল। ও এনএসইউর ছাত্র বলে আগের দিন ফোন করে জানিয়ে দিয়েছে— ওর আসার দরকার নেই। সবচেয়ে মারাত্মক অভিজ্ঞতা জানালেন এক অধ্যাপক সহকর্মী। তার ছাত্রের কাছ থেকে শুনেছেন তিনি। শেষ সেমিস্টারের এই ছাত্রটি খুব মেধাবী এবং নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকে। বলছিল ওরা দুই বন্ধু মোটরসাইকেলে আসছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে। পথে এক চেকপোস্টে থামায় পুলিশ। পরিচয় জানতে চায়। জানায় ওরা স্টুডেন্ট। কোথাকার স্টুডেন্ট? ওরা নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলতেই দু'দিক থেকে দু'জন পুলিশ বন্দুক তাক করে মাথার কাছে ধরে। বলে, তোরা তো সব জঙ্গি। যাই হোক, নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ছাড়া পায় তারা। বিমর্ষ ছাত্রটি ওর শিক্ষককে বলেছিল, স্যার এ পর্যন্ত জীবনে এত ভয় পাইনি আর এত অপমানিতও হইনি।

এসব ঘটনা একটি বড় রকম মানসিক চাপে ফেলে ছাত্রছাত্রীদের। এনএসইউর গোল্ডমেডেল পাওয়া ছাত্রী স্কলারশিপ নিয়ে আমেরিকাতে গবেষণা করছে। আমাদের কোনো কোনো কাগজে এনএসইউ নিয়ে দায়িত্বহীন সংবাদ লেখার বিরূপ প্রভাব সেখানেও ওকে পোহাতে হচ্ছে। ভিকারুন্নিসা নূন স্কুল ও কলেজে পড়া আমার ক্লাসের এক মেধাবী ছাত্রী একটি যৌক্তিক প্রশ্ন তুলেছিল। বলল, কয়েকজন জঙ্গির সঙ্গে এনএসইউর নাম চলে আসায় আমাদের প্রতিষ্ঠানকে কলংকিত করা হচ্ছে। তাহলে কি প্রশ্ন রাখতে পারি না, দীর্ঘকাল ধরে রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যাল... জঙ্গিরা ছাত্র-শিক্ষক খুন করছে, শিবির রগকা... রাজনীতি চালু রেখেছে, অঘটনের সংখ্যা তো সেখ... অনেক বেশি। সেসব প্রতিষ্ঠানকে তো কলংকিত ... হচ্ছে না। পত্রিকায় দেখলাম দুই শতাধিক জঙ্গি ... পড়েছে। আরও ধরা পড়ছে। এদের মধ্যে হাতে... কয়েকজনের নাম আসছে আমাদের বিশ্ববিদ্যা... এক সময়ে ভর্তি হয়েছিল বলে। বাকিদের অনে... হয়তো কোনো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা... ওদের প্রতিষ্ঠান নিয়ে তো কোনো কথা হচ্ছে... দায়িত্বশীলদের কাছে আমরা এত অপরাধী ... গেলাম কেন? বিএনপির আমলে ছাত্রদল ... আওয়ামী লীগ আমলে ছাত্রলীগ পা... বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। তা... কি আমরা এই দুই রাজনৈতিক দলকে ... লালনকারী দল বলি? আমি নীরব থাকলাম। এ... উত্তর আমি কী করে দেই!

প্রভাবশালীরা আজ একটি বিভ্রান্তিকর ধারণা ... বিদেশে প্রচার করে ছাত্র সংখ্যায় দেশের অন্যত... বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেজ নষ্ট করায় ভূমিকা রা... অসংখ্য শিক্ষার্থীকে আতংকিত ও হতাশ... তুলছেন। মানসিক পীড়ন সৃষ্টি করে শিক্ষা... স্বাভাবিক শিক্ষাজীবন ক্ষতিগ্রস্ত করছেন। আমরা... করব, তারা বিবেক তাড়িত হয়ে দায়িত্বশী... পরিচয় দেবেন। জঙ্গি সৃষ্টির প্রণোদনা যদি... বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে খুঁজে পাওয়া যায় তা... থেকে মুক্ত করার দায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ... আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর। কিন্তু একটি ... প্রতিষ্ঠান এবং তার নিরপরাধ শিক্ষার্থী ও ... অভিভাবকরা অযথা কলংকিত হতে পারেন... বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম বিন্যাস ও কোর্স ... একটি একাডেমিক প্রক্রিয়ার অংশ। সেখানে অ... থাকলে অভিভাবক হিসেবে ইউজিসি নিশ্চয়ই প... দিতে পারে। তবে তা অবশ্যই সুচিন্তিত হতে ... দেশের সচেতন নাগরিক তেমনটিই আশা কর...

একেএম শাহনাওয়াজ : অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ব...
shahnawaz7b@gmail.com